মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কাহিনী অবলম্বনে
মানিক প্রোডাকসন্সের
নিবেদন

অবিশ্বাসী কলেরে
অবিনশ্বর
প্রেমকথা

দিবা রাত্রির কাব্য

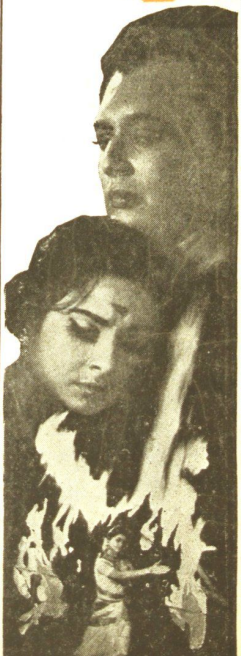

অবিশ্বাসী কালের অবিনশ্বর প্রেমকথা

পাহাড়ী গ্রাম রূপাইকুড়া।
সেখানে অশোক ও সুপ্রিয়ার সংসার।
অশোক থানার দারোগা।
একদিন তাদের দুজনের সংসারে
হঠাৎ আবির্ভাব ঘটল
এক নতুন অতিথির।
সে হেরম্ব।
এই হেরম্বই একদিন সুপ্রিয়ার বিয়ের
ঘটকালী করেছিল অশোকের সংগে।
এবং একদিন এই সুপ্রিয়া
হয়তো হেরম্বকে আকাঙ্খা করেছিল
জীবনের সঙ্গীরূপে।
কিন্তু তা হয় নি।
কারণ?

হয়তো হেরম্বর জীবনের
গভীর তলদেশে প্রেম নামক
কোন সমুদ্রের তরঙ্গ নেই।
হয়তো তার হৃদয় বুদ্ধি
সর্বস্বতায় অথবা বিশ্বাসহীনতায় আচ্ছন্ন।
হেরম্ব ভেবেছিল
সুপ্রিয়াকে দেখবে সুখী স্বচ্ছল।
স্বচ্ছল সে বটে,
কিন্তু সুখের তার ছিড়ে গেছে

সুপ্রিয়ার বৈচিত্র্যহীন জীবনে।
বহুদিনের পরিচিত হেরম্বকে
বহুদিন পরে নিকট সান্নিধ্যে পেয়ে
সুপ্রিয়া ভেঙে পড়ল
তার ব্যর্থ প্রেমের বেদনায়।
সে নিজেকে প্রস্তুত করল
হেরম্বর সংগে চলে যেতে,
অশোকের সংসার ছেড়ে।
হেরম্বর কাছে সে
উন্মোচিত করল তার
বুকের গভীর ব্যথা,
চোখের গোপন অশ্রু।
হেরম্ব পাথরের মত স্থির।
আবেগহীন।
হেরম্ব তার হৃদয় হাতড়ে দেখল
কোথাও প্রেম নামক কোন
অনুভূতি আছে কিনা কোনখানে।
নেই।
হয়তো তাই আত্মহত্যায়
মারা গেছে তার বিবাহিতা স্ত্রী উমা।
এবং হয়তো ঐ কারণেই
হেরম্বর পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যাত হল
সুপ্রিয়ার আত্মনিবেদন।
সুপ্রিয়ার সংসারে
হেরম্ব একটা রাত কাটিয়েই
কোথায় যেন চলে গেল
রূপাইকুড়া ছেড়ে।

সুপ্রিয়া একা পড়ে রইল
তার নিজের নিঃস্বতার জগতে।

এবার নতুন দৃশ্যপট।
পুরী।
সমুদ্রতীরে উদ্দেশ্যহীন হেঁটে
চলেছিল হেরম্ব।
হঠাৎ দেখা যৌবনের মাষ্টারমশাই
অনাথবাবুর সংগে।
অনাথ এখন প্রৌঢ়।
কিন্তু যৌবনে তিনি ছিলেন দুঃসাহসী।
বয়সে কম ছাত্রের বোন
মালতীকে নিয়ে চলে এসেছিলেন
সমাজ সংসার ছেড়ে।

অনাথ হেরম্বকে টেনে নিয়ে গেল
নিজের সংসারে।
একটা ভাঙা মন্দির।
সেখানে হেরম্বর সংগে
দেখা হল মালতী বৌদির,
আর তার একমাত্র অবৈধ সন্তান
আনন্দ-র।
আনন্দ-র সংগে অন্তরঙ্গ হয়ে
হেরম্বর হৃদয়ের শুকনো
মরুভূমি হয়ে উঠলো সমুদ্র।
অনাথের ভাঙা মন্দিরের সংসারে
একদিকে হেরম্ব ও আনন্দের
নবজাত প্রেম।
অন্যদিকে অনাথ ও মালতীর
পুরনো কলহ।
এক গভীর দুর্যোগের রাতে
অনাথ হল গৃহত্যাগী।
যুবতী মালতী হঠাৎ সেই
সংকটের মুহূর্তে উপলব্ধি করল
প্রৌঢ় অনাথের প্রতি—
তার অনিঃশেষ প্রেম।
মালতী আনন্দকে হেরম্বর
হাতে সঁপে দিয়ে
বেরিয়ে গেল অনাথের খোঁজে।

ইতিমধ্যে অসুস্থ স্বামীর
হাওয়া পরিবর্তন উপলক্ষে
সুপ্রিয়া চলে এসেছে পুরীতে।
হেরম্ব ও সুপ্রিয়ার
আবার দেখা সমুদ্রের পটভূমিকায়।
আবার যেন সুপ্রিয়ার চোখে
স্বপ্ন ঘনিয়ে ওঠে
হেরম্বকে ফিরে পাওয়ার।
হেরম্বর জীবনের এক প্রান্তে
সুপ্রিয়া,
তার বুক ভরা
অচরিতার্থ ভালবাসা নিয়ে।
অন্যদিকে আনন্দ,
তার অঙ্গভরা যৌবনের
কামনা নিয়ে।
এই তিনটি নরনারীকে
কেন্দ্র করে
জীবনের অথবা প্রেমের
যে ভীষণ জটিল ঘূর্ণী
তারই নিদারুণ পরিসমাপ্তি
ঘটল একদিন
সমুদ্রতীরের পটভূমিকায়,

যে সমুদ্র
মহাকালের মত গম্ভীর,
ঈশ্বরের মত উদাসীন,
নিয়তির মত নিষ্ঠুর।

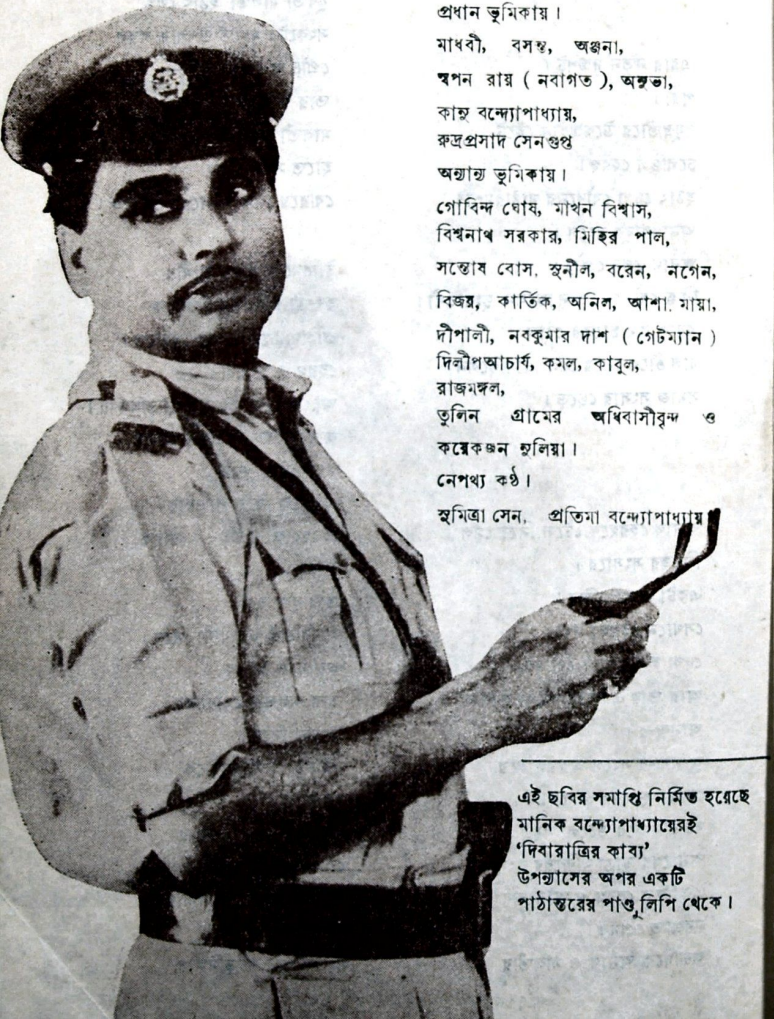

পরিচালনা
বিমল ভৌমিক, নারায়ণ চক্রবর্তী।
চিত্রনাট্য ও অতিরিক্ত সংলাপ।
বিমল ভৌমিক
প্রধান ভূমিকায়।
মাধবী, বসন্ত, অঞ্জনা,
স্বপন রায় (নবাগত), অনুভা,
কানু বন্দ্যোপাধ্যায়,
রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত
অন্যান্য ভূমিকায়।
গোবিন্দ ঘোষ, মাখন বিশ্বাস,
বিশ্বনাথ সরকার, মিহির পাল,
সন্তোষ বোস, সুনীল, বরেন, নগেন,
বিজয়, কার্তিক, অনিল, আশা, মায়া,
দীপালী, নবকুমার দাশ (গেটম্যান)
দিলীপআচার্য, কমল, কাবুল,
রাজমঙ্গল,
তুলিন গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ ও
কয়েকজন পুলিয়া।
নেপথ্য কণ্ঠ।
সুমিত্রা সেন, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

এই ছবির সমাপ্তি নির্মিত হয়েছে
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই
'দিবারাত্রির কাব্য'
উপন্যাসের অপর একটি
পাঠান্তরের পাণ্ডুলিপি থেকে।

(১)

ভরা থাক—
ভরা থাক স্মৃতি সুধায়
বিদায়ের পাত্রখানি।
মিলনের উৎসবে তায়
ফিরায়ে দিও আনি।
বিষাদের অশ্রুজলে
নীরবের মর্মতলে
গোপনে উঠুক ফ'লে
হৃদয়ের নূতন বাণী।
যে পথে যেতে হবে
সে পথে তুমি একা
নয়নে আঁধার রবে
ধেয়ানে আলোক রেখা।
সারাদিন সঙ্গোপনে
সুধারস ঢালবে মনে
পরাণের পদ্মবনে
বিরহের বীণাপানি।
ভরা থাক—
ভরা থাক ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২)

জনম অবধি হাম রূপ নেঁহারলু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সেই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়লু
না বুঝলু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল।
কত বিদগধজন রসে অনুগমন
অনুভব কাহু না পেখ:
কহ কবি বল্লভ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক।

—কবি বল্লভ।

সাজসজ্জা। বিশ্বনাথ দাশ
সহকারী। দেবু দাশ
পট অংকনে—
রামচন্দ্র সিংগে।
স্থিরচিত্র। ফটো আর্ট
পরিচয় লিখনে—
দিগেন রায়।
রূপসজ্জা—
প্রাণানন্দ গোস্বামী
নিতাই সরকার।
সহকারী—
অনাথ মুখার্জী
বরেণ ও পরেশ।

আলোক নিয়ন্ত্রণ—
নারায়ণ চক্রবর্তী, প্রভাস ভট্টাচার্য, শম্ভু ব্যানার্জী, নিতাই শীল, শৈলেনদত্ত, হট জানা, ধনেশ্বর শামল, জগুসিংহ, গুণনিধি লস্কা, নবকিশোর বেওরা, ভবরঞ্জনদাশ, সুনীলশর্মা। রসায়নাগারে পরিস্ফুটনে অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, মোহন চ্যাটার্জী, রবীন ব্যানার্জী।

ব্যবস্থাপনায়—
কালীপদ দে।
সহকারী—
সুনীল ব্যানার্জী,
বিজয় দাশ, দুঃখী নায়ক
কার্তিক দাশ।
সহকারী আলোক চিত্রণ—
অনিল ঘোষ।
সহকারী সম্পাদনা—
প্রশান্ত দে।
সহকারী সংগীত পরিচালনা ও আবহসংগীত তত্বাবধানে। শৈলেশ রায়

সংগীত পরিচালনা—
তিমিরবরণ।

আলোক চিত্রণ—
কৃষ্ণ চক্রবর্তী।

প্রচার পরিবেশনা—
পূর্ণেন্দু পত্রী।

সম্পাদনা—
সন্তোষ গাঙ্গুলী।

প্রধান নেপথ্য যন্ত্রী—
ওস্তাদ বাহাদুর খান।

নৃত্য পরিচালনা—
শিব শঙ্করম্
(রবীন্দ্র ভারতী)

শব্দানুলেখন—
অতুল চ্যাটার্জী
সুনীল ঘোষ
অনিল দাশগুপ্ত।

সহকারী—
রথীন ঘোষ
মনোরঞ্জন মুখার্জী।

সংগীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা—
শ্যামসুন্দর ঘোষ।

সহকারী—
জ্যোতি চ্যাটার্জী
ভোলানাথ সরকার
পাঁচুগোপাল ঘোষ।

দৃশ্যসজ্জা—
ভোলানাথ ভট্টাচার্য।

শিল্প নির্দেশনা—
ব্রতীন ঠাকুর
রামচন্দ্র সিংগে।

সহকারী পরিচালনা—
প্রশান্ত সরকার (আংশিক)
প্রধান সহকারী পরিচালনা
শঙ্কর ভট্টাচার্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—
রামচন্দ্র শর্মা, বিশ্বানন্দ ভট্টাচার্য, ধর্মব্রত গুপ্ত, যুগান্তর চক্রবর্তী, বাদল রায়, সুধীন ঘোষ, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল সেন, তারক বন্দ্যোপাধ্যায় আশুতোষ সিংহ, অরুণ রায়, রবীন ব্যানার্জী, দীপেন চৌধুরী দিলীপ চৌধুরী অবনী ভট্টাচার্য (তুলিন) খোকন পাল (ঝালদা), শক্তি ও ভক্তি মোদক (ঝালদা) নিরঞ্জন সাহা (ঝালদা থানা), মিঃ এ্যাণ্ড মিসেস এন চ্যাটার্জী, (পুরুলিয়া) জে, সি, সুদ (বিরহী, চাকদহ) পুরুলিয়া জেলা সমাহর্তা পুরুলিয়া জেলা বনসংরক্ষণ বিভাগ, পুরুলিয়া পাব্লিক ওয়ার্কাস ডিপার্টমেণ্ট ঝালদা থানার পুলিশ কর্তৃপক্ষ, নীরেন শীল।

ষ্টুডিও সাপ্লাই
কো-অপারেটিভ
সোসাইটি প্রাঃ লিঃ,
রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিও ও টেকনিয়ান্স্ ষ্টুডিওতে চিত্রায়িত।
আর, বি, মেহেতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত ও মুদ্রিত।
পরিবেশনায়।
স্প্যান ফিল্মস্

স্প্যান ফিল্মস-এর পক্ষে পূর্ণেন্দু পত্রী সম্পাদিত ও প্রকাশিত
চিত্রালী প্রেস, ৮: বিধান সরণি, কলিকাতা-৪। ফোন : ৫৫-১৬০০ থেকে মুদ্রিত